সমকাল

তারিখ 26 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

শিক্ষার্থীরা শীতকালে যায় স্কুলে, বর্ষাকালে বাড়িতে

■ আতোয়ার রহমান মনির, *লক্ষ্মীপুর*

রায়পুরের চরাঞ্চলে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে লেখাপড়া করছে তিন শতাধিক শিশু শিক্ষার্থী। শীতকালে স্কুলে গেলেও বর্ষায় যেতে পারে না তারা। রায়পুরের চরাঞ্চলের চর জালিয়া, চরগাসিয়া ও চর ইন্দুরিয়ার এলাকার শিশু শিক্ষার্থীদের এ যেন নিয়তি। এ ছাড়া থমকে আছে চরাঞ্চলে বসবাসরত ২০ হাজার মানুষের ভাগ্য। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানান, চরাঞ্চলে যেতে মেঘনা বাজার এলাকায় মেঘনা নদীর ওপর একটি ব্রিজ স্থাপন করা হলেই ১২ মাসেই বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে এখানকার শিক্ষার্থীরা। জালিয়ারচর এলাকায় বসবাসরত ১ নম্বর চরবংশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী আসমা আক্তার জানায়, বর্ষাকালে নদীতে নৌকা ও পারাপারের কেউ না থাকলে সেদিন আর বিদ্যালয়ে আসতে পারে না সে। চরে বসবাসরত ১ নম্বর চরবংশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মাহি হোসেন জানায়, শীতকালে চলে তার লেখাপড়া। শীতে সব শুকিয়ে যাওয়ায় বিদ্যালয়ে আসতে তার অসুবিধা হয় না। আর বর্ষায় নদীতে বেশি পানি থাকায় তখন তার বিদ্যালয়ে আসা সম্ভব হয় না। ১ নম্বর চরবংশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারুক হোসেন জানান, জালিয়ারচরসহ চরের শিশুরা বর্ষাকালে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। শীতকালে সেসব শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যায়। রায়পুর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার ফাতেমা ফেরদৌসি জানান, প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে লেখাপড়ার বিষয়টি তিনি শুনেছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

দুর্ভোগ

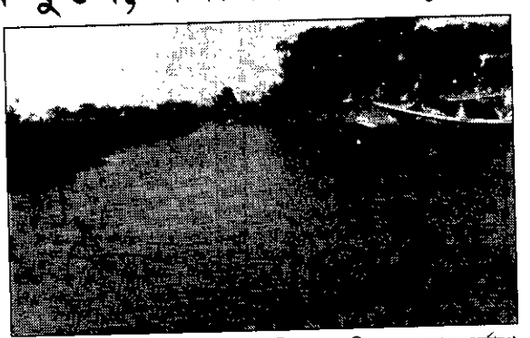

লক্ষ্মীপুরের মেঘনা বাজার এলাকায় নদীর ওপর ব্রিজ না থাকায় দুর্ভোগে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের ■ সমকাল